আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন
কি ও কেন?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة الناشر للطبعة الرابعة والسادسة)

বিশ্বে যতগুলি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্র বইখানি ১৯৭৯ সালে ১ম প্রকাশের পর হ'তেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্মানিত লেখক বিরাট একটি বিষয়কে সংক্ষেপে ও সাবলীল ভঙ্গিতে এবং সহজ-সরল ভাব ও ভাষার মাধ্যমে জনগণের সম্মুখে তুলে ধরার অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ'** শিরোনামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক পিএইচ. ডি. (Ph.D) ডিগ্রী লাভ করেছেন। অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গবেষণা সমৃদ্ধ এ অভিসন্দর্ভটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ১৯৯৬ সালে গ্রন্থাকারে (৫৪০ পৃ.) প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

উল্লেখ্য যে, অত্র বইটি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে লিখিত মাননীয় লেখকের প্রথম বই। এ বইটি সহ পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নভেম্বরে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের আগ পর্যন্ত তাঁর লিখিত সকল বই তাঁর নিজ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। কিছু বই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা; জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত; ধর্ম মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে সব বই তাঁর অনুমতিক্রমে হা.ফা.বা. থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সম্মানিত লেখক বইটির ৪র্থ সংস্করণ একবার দেখে দিয়েছেন ও বেশ কিছু তথ্য সংযোজনের কষ্ট স্বীকার করেছেন, সে জন্য তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। ৪র্থ সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদ (৭০ পৃ.) ২০১২ সালে হাফাবা-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ৬ষ্ঠ সংস্করণে যৎসামান্য সংশোধনী এসেছে।

বইটির মাধ্যমে বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের নিকটে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হ'লে এবং সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতরভাবে অনুভূত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। হে আল্লাহ! তুমি মাননীয় লেখক ও তাঁর পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান কর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনার তাওফীক দান কর! আমীন!!

প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আহলেহাদীছের পরিচয়

(تعارف أهل الحديث)

ফারসী সম্বন্ধ পদে ‘আহলেহাদীছ’ এবং আরবী সম্বন্ধ পদে ‘আহলুল হাদীছ’-এর আভিধানিক অর্থ : হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

ছাহাবায়ে কেরাম হ’লেন জামা‘আতে আহলেহাদীছের প্রথম সম্মানিত দল, যাঁরা এ নামে অভিহিত হ’তেন। যেমন- (১) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃ. ৭৪ হি.) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا–

‘রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে ‘মারহাবা’ জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী ‘আহলেহাদীছ’।[১]

---

১. বায়হাক্বী, শো‘আবুল ঈমান হা/১৭৪১; আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখ বিহীন), পৃ. ১২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০। তবে বর্ণনাটির فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا ‘কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী ‘আহলেহাদীছ’- অংশটুকুর দু’জন রাবী ‘খুবই দুর্বল’। কিন্তু মর্ম

(২) খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হি.) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন। যেমন একদা তিনি বলেন,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ-

'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে 'আহলুল হাদীছগণ' অর্থাৎ ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন'।[২]

(৩) ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সকলে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃ. ৩৮৪ হি.) তাঁর 'কিতাবুল ফিহ্রিস্ত' গ্রন্থে, ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) স্বীয় 'তারীখু বাগদাদ' দ্বাদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এবং ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮ হি.) স্বীয় 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদ ...' গ্রন্থে ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে শুরু করে তাঁর যুগ পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের নামের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ-এর মর্যাদা' শীর্ষক 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' নামে ইমাম খত্বীব বাগদাদীর একটি পৃথক বইও রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) সকলেই 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। স্বীয় যুগে হাদীছ তেমন সংগৃহীত না হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকহারে রায় ও ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে তাঁকে إِمَامُ أَهْلِ الرَّأْىِ বা 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কেতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَـــذْهَبِيْ 'ইযা ছাহ্হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী' অর্থাৎ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'।[৩]

ছহীহ। কারণ তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণই ছিলেন পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ *(দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী ১৮/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০১৫)*।

২. শামসুদ্দীন যাহাবী দামেশক্বী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃ.।

৩. মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন দামেশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃ.; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৩০ পৃ.।

(৫) একবার তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ-কে বলেন, لاَ تَرْوِ عَنِّي شَيْئًا فَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَدْرِىْ مُخْطِئٌ أَنَا أَمْ مُصِيْبٌ؟ ‘তুমি আমার পক্ষ হ’তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক’।[৪]

(৬) আরেকবার তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ! لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّى فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَ أَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَ أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

‘সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শোন, তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি; কালকে যে রায় দেই, পরদিন তা প্রত্যাহার করি’।[৫]

চার ইমামের সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ তথা দ্বীনী বিষয়ে তাদের রায়-এর অন্ধ অনুসরণ বর্জন করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৬] এ জন্য তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে ‘আহলেহাদীছ’ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসারী মুক্বাল্লিদগণ ইমামদের নির্দেশ উপেক্ষা করে পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গেছেন এবং স্ব স্ব মাযহাবী বিদ্বানদের রায় ও তাঁদের রচিত ফিক্বহ ও ফৎওয়াসমূহের অন্ধ অনুসারী হয়েছেন। ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে তারা এক ইমামের নামে অসংখ্য আলেমের রায়পন্থী ‘আহলুর রায়’ বনে গেছেন। এ জন্য অনুসারীগণ দায়ী হ’লেও ইমামগণ দায়ী নন। সেকারণ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি.) বলেন, فَالْإِمَامُ مَعْذُوْرٌ وَ أَتْبَاعُهُ غَيْرُ مَعْذُوْرِيْنَ ‘ইমামের ওযর আছে, কিন্তু অনুসারীদের কোন ওযর নেই’।[৭]

৪. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত; থিসিস পৃ. ১৭৯, টীকা ৪৮।
৬. আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী: ১২৮৬ হি.) ১/৬০।
৭. প্রাগুক্ত ১/৭৩ পৃ.।

নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের কারণে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হি.), ইমাম আবু দাঊদ (২০২-২৭৫ হি.), ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.), ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.), ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ (১৬৬-২৩৮ হি.), ইমাম আবুবকর ইবনু আবী শায়বাহ (মৃ. ২৩৫ হি.), ইমাম দারেমী (১৮১-২৫৫ হি.), ইমাম আবু যুর'আ রাযী (মৃ. ২৬৪ হি.), ইমাম ইবনু খুযায়মা (২২৩-৩১১ হি.), ইমাম দারাকুৎনী (৩০৫-৩৮৫ হি.), ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হি.), ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হি.) প্রমুখ হাদীছ শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ ও অনুসারীগণ সকলেই 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (أهل السنة والجماعة) :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের জামা'আতের অনুসারীদেরকে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলা হয়। এই জামা'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেনের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন,

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْلُ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَكُلُّ مَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ جِيْلاً فَجِيْلاً إِلَى يَوْمِنَا هذَا وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ فِى شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন। আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন![১১]

১১. আলী ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত: মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ ২/১১৩ পৃ.; কিতাবুল ফিছাল

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন না, বরং তাঁদের অনুসারী 'আম জনসাধারণও 'আহলুল হাদীছ' নামে সকল যুগে অভিহিত ছিলেন এবং আজও হয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُوْنَ– 'আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে (অর্থাৎ মানুষের মধ্যে) একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথে চলে ও সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে' *(আ'রাফ ৭/১৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ– 'আমার কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম' *(সাবা ৩৪/১৩)*।

এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে হকপন্থী একদল উম্মত চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন; যদিও তারা সংখ্যায় কম হবেন। এমনকি কোন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন।[১২] কোন কোন নবী উম্মত ছাড়াই ক্বিয়ামতের দিন উঠবেন *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* নিজের উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

(লা তাযা-লু ত্ব-য়েফাতুম মিন উম্মাতী য-হিরীনা 'আলাল হাক্বক্বে, লা ইয়াযুররুহুম মান খাযালাহুম, হাত্তা ইয়া'তিয়া আমরুল্লা-হি ওয়াহুম কাযা-লিক')

অর্থ : 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[১৩] অর্থাৎ

(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃ. 'ইসলামী ফের্কাসমূহ' অধ্যায়।

১২. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় 'নবীকুল শিরোমণি (ছাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায় ৩৩, অনুচ্ছেদ ৫৩; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র. মুসলিম, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃ.; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম'

নিতান্ত অল্প সংখ্যক হ'লেও ক্বিয়ামত প্রাক্কাল অবধি হকপন্থী দলের অস্তিত্ব থাকবে এবং তাঁরাই হবেন সত্যিকারের বিজয়ী দল। উল্লেখ্য যে, হাদীছে বিজয়ী দল বা ত্ব-য়েফাহ মানছূরাহ বলতে আখেরাতে বিজয়ী দলকে বুঝানো হয়েছে, দুনিয়াবী বিজয় নয়। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা *('আলাইহিমুস সালাম)* প্রমুখ নবীগণ কেউই দুনিয়াবী দিক দিয়ে বিজয়ী ছিলেন না। তথাপি তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বিজয়ী ও বিশ্ব মানবতার আদর্শ পুরুষ।

এক্ষণে 'হক' কোথায় পাওয়া যাবে? এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا–

'(হে নবী!) তুমি বলে দাও যে, 'হক' তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আসে। অতঃপর যে চায় সেটা বিশ্বাস করুক, যে চায় সেটা অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি...' *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন ইযম, মাযহাব, মতবাদ বা তরীকা কখনই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এ সত্য পাওয়া যাবে কেবলমাত্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র মধ্যে, যা সংরক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহের মধ্যে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.) বলেন, فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ حُكْمٌ فِى حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ قُبْحِهَا 'কোন বস্তুর চূড়ান্ত ভাল ও মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা 'জ্ঞান'-এর নেই'।[১৪] তাই সবকিছুর বিনিময়ে যারা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী থাকবেন, রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেবল তারাই হবেন উম্মতের 'নাজী' ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা শুরুতেই জান্নাতী হবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন,

---

অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর আলোচনা।

১৪. শাহ অলিউল্লাহ, আল-'আক্বীদাতুল হাসানাহ (দিল্লী ছাপা: ১৩০৪ হি./১৮৮৪ খৃঃ) পৃ. ৫; থিসিস পৃ. ১১৩ টীকা ১১ (ক)।